পাটের প্রধান প্রধান পোকা-মাকড় ও রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

পাটের প্রধান প্রধান পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

১. বিছাপোকা

ক্ষতির লক্ষণ :

১. বিছা পোকার কীড়া দলবদ্ধভাবে পাতার উল্টোদিকে সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মতো করে ফেলে।

২. কীড়াগুলো বড় হওয়ার সাথে সাথে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত পাতা খেতে শুরু করে।

ব্যবস্থাপনা:

১. আক্রমণের প্রথম অবস্থায় কীড়া সহ পাতাগুলো সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলা।

২. আক্রমণ বেশি হলে ডায়াজিনন গ্রুপের যেমন : ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যেমন : রিপকর্ড ১০ ইসি/ সিমবুশ ১০ ইসি ০.৫ মিলি/ লিটার হারে পানিতে ওষুধ মিশিয়ে ক্ষেতে স্প্রে করে বিছাপোকা দমন করা যায়।

২. ঘোড়া পোকা

জুন থেকে জুলাই এর শেষ পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়।

ক্ষতির লক্ষণ : ডগার দিকের কচি পাতা খেয়ে ফেলে ফলে গাছের আগা নষ্ট হয়ে শাখা প্রশাখা বের হয়।

ব্যবস্থাপনা:

১. কেরোসিনে ভেজানো দড়ি গাছের ওপর দিয়ে টেনে দেয়া।

২. ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পাখি বসার জায়গা করে দেয়া যাতে করে পাখিরা পোকা খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে।

৩. আক্রমণ বেশি হলে ডায়াজিনন গ্রুপের যেমন : ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যেমন : রিপকর্ড ১০ ইসি/ সিমবুশ ১০ ইসি ০.৫ মিলি/লিটার হারে পানিতে ওষুধ মিশিয়ে ক্ষেতে স্প্রে করে ঘোড়াপোকা দমন করা যায়।

৩. উড়চুঙ্গাঁ

এপ্রিল থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. জমিতে গর্ত করে চারা গাছের গোড়া কেটে দিয়ে গাছ গর্তের ভিতর নিয়ে যায়।

২. ব্যাপক আক্রমণে ক্ষেত মাঝে মাঝে চারা শূণ্য হয়ে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা:

১. ক্ষেতে পানি সেচ দিয়ে দিলে পোকা মাটি থেকে বের হয়ে আসবে। অত:পর পোকা ধ্বংস করে ফেলা।

২. আক্রমণ বেশি হলে বিষটোপ ব্যবহার করে অথবা ক্লোরোপাইরিফোস গ্রুপের যেমন : ডার্সবান ২০ ইসি/ অলড্রিন ৪০ ইসি ১.৫ মিলি/ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ক্ষেতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪. চেলে পোকা

ক্ষতির লক্ষণ :

১. পাট গাছের চারা অবস্থায় এ পোকা আলপিনের ছিদ্রের মতো করে পাতা খায়।
২. পোকা আক্রান্ত স্থান থেকে এক প্রকার আঠা বের হয় কীড়ার মলের সাথে মিশে শক্ত গিটের সৃষ্টি করে, পাট পচানোর সময় সেই গিট পচে না।

ব্যবস্থাপনা:

১. মৌসুমের শুরুতে আক্রান্ত গাছগুলো তুলে নষ্ট করে ফেলা।
২. ক্ষেতের ও আশপাশের আগাছা পরিষ্কার রাখা।
৩. গাছের উচ্চতা ৫-৬ ইঞ্চি হলে আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের যেমন : রিপকর্ড ১০ ইসি/ সিমবুশ ১০ ইসি ০.৫ মিলি/ লিটার হারে পানিতে আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে পোকা দমন হয়।

হলুদ ও লাল মাকড়

ক্ষতির লক্ষণ :

১.ডগার পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতা তামাটে রং ধারণ করে।

২. আক্রমণের প্রকোপ বাড়লে পাতা ঝড়ে পড়ে এবং গাছের আগা নষ্ট হয়ে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও শাখা প্রশাখা বের হয়।

ব্যবস্থাপনা:

১. প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে প্রাকৃতিকভাবেই এই কীট দমন হয়।
২. আক্রমণ বেশি হলে সালফার গ্রুপের যেমন : থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি /সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

লেদা পোকা

লেদা পোকা সাধারণত দিনে মাটির নিচে থাকে এবং রাতে পাট গাছে আক্রমন করে।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. কীড়া প্রথমে পাটের পাতা খায় পরে ডগা কেটে দেয়।

ব্যবস্থাপনা:

১. সম্ভব হলে আক্রান্ত জমিতে সেচ দিয়ে ২/১ দিন পানি ধরে রাখতে হবে।

২. জমিতে মাঝে মাঝে পাখি বসার জন্য গাছের ডার বা কঞ্চি পুঁতে দিতে হবে।

৩. ব্যাপক আক্রমণ হলে কুইনালফস ২০ ইসি ২ মিলি/ লি অথবা ক্লোরোপাইরিফস ৪ মিলি/ লি পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছ ও মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

পাটের প্রধান প্রধান রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

১. চারা-মড়ক

বীজ বপনের পর প্রথম অবস্থায় এ রোগ দেখা যায়।

ক্ষতির ধরণ: গোড়ায় কালো দাগ ধরে। আক্রমণ তীব্র হলে চারা মারা যায়।

ব্যবস্থাপনা:

১. ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) দিয়ে বীজ শোধন করা।
২. মরা চারা তুলে পুড়িয়ে ফেলা।
৩. আক্রমণ বেশি হলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন : ১ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ হেক্টর প্রতি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটালে এ রোগ দমন হয়।

২. ঢলে পড়া

তোষা পাটে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

ক্ষতির ধরণ: চারা ও বাড়ন্ত উভয় অবস্থায় শিকড়ে এ রোগের জীবাণু আক্রমণ করলে গাছ ঢলে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা:

১. জমিতে পানি থাকলে তা সরিয়ে ফেলা।
২. ক্ষেত আবর্জনামুক্ত রাখা।
৩. পাট কাটার পর গোড়া, শিকড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।
৪. আক্রমণ বেশি হলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন :ডাইথেন এম-৪৫ অনুমোদিত মাত্রায় ক্ষেতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩. কান্ড পঁচা :

মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এ রোগের বিস্তৃতি দেখা যায়। দেশী ও তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. শুরুতে পাতায় ও গাছের কান্ডে বাদামী রং এর দাগ পড়ে আস্তে আস্তে তা গাঢ় রং এর হয়।

ব্যবস্থাপনা:

১. জমি চাষের সময় সমস্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ফলে মাটি কম দূষিত হবে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যাবে।

২. ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) দিয়ে বীজ শোধন করা।

৩. রোগ আক্রমন করলে রোগবাহীত গাছ তুলে ফেলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন : ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ হেক্টর প্রতি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটালে এ রোগ দূর হয়।

৪. শুকনা ক্ষেত (এ্যানথ্রাকনোজ)

শুধু মাত্র দেশী পাটে এ রোগের আক্রমণ হয়।

ক্ষতির লক্ষন :

১. আক্রান্ত কান্ড ফেটে যায় এবং আঁশ ছিবরের মত বের হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা:

১. জমি চাষের সময় সমস্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ফলে মাটি কম দূষিত হবে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যাবে।

২. রোগ আক্রমন করলে রোগবাহীত গাছ তুলে ফেলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন :২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ হেক্টর প্রতি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটালে এ রোগ দমন হয়।

৫. কালো পট্রি (ব্লাক ব্যান্ড)

সাধারনত তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. আক্রান্ত স্থানে কালো রং এর দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত স্থান ঘষলে হাতে কালো দাগ লাগে।

২. এই রোগে গাছটি শুকিয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা:

১. জমি চাষের সময় সমস্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ফলে মাটি কম দূষিত হবে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যাবে।

২. ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) দিয়ে বীজ শোধন করা।

৩. রোগ আক্রমন করলে রোগবাহীত গাছ তুলে ফেলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন :২০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ হেক্টর প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটালে এ রোগ দমন হয়।

৬. নরম পঁচা :

দেশী ও তোষা উবয় পাটে এ রোগ দেখা যায়। এক নাগারে কয়েকদিন বৃষ্টি হলে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

ক্ষতির লক্ষণ :

১. গাছের গোড়ায় কান্ডের উপর সাদা তুলার মতো ছত্রাক দেখা যায় এবং সরিষার দানার মত বাদামী রং জীবানু দেখা যায়।
২.এ রোগের ফলে গাছের গোড়া পচে যায় এবং গাছ ভেঙ্গে যায়।

ব্যবস্থাপনা:

১. বর্দো মিক্সচার (১ পাউন্ড কপার সালফেট + ১ পাউন্ড চুন) ১০ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে জমি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
২. জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং জমিতে পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।